ভোরের কাগজ

3 FEB

শিক্ষক সমিতিসহ ডীন ও সিন্ডিকেট সদস্য পদে নির্বাচন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থক প্যানেলের বিপুল বিজয়

আবু নোমান সজীব রা.বি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদের নির্বাচনসহ ডিন সিন্ডিকেট, শিক্ষাপরিষদ ও পরিকল্পনা-উন্নয়ন কমিটির নির্বাচনে বিএনপি ও জামাতপন্থী সাদা প্যানেলের ভরাডুবি ঘটেছে। অপরদিকে আওয়ামীপন্থীদের নিরঙ্কুশ বিজয় হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ৩৪টি পদের মধ্যে আওয়ামী ও বামপন্থী প্যানেল ২২টি পদ লাভ করে।

শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদের মোট ১৫টি পদের মধ্যে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ ১১টি পদ লাভ করে আওয়ামী ও বামপন্থী হলুদ প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। অপরদিকে সহসভাপতি ও যুগ্মসম্পাদকসহ মাত্র চারটি পদ লাভ করে বিএনপি-জামাতিদের ভরাডুবি ঘটেছে। অপরদিকে ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির মোট ১৯টি পদের মধ্যে আওয়ামী ও বামপন্থী হলুদ প্যানেল ১১টি পদ লাভ করে বিজয় অর্জন করেছে। বিপরীতে বিএনপি-জামাতপন্থী সাদা প্যানেল ৮টি পদ লাভ করেছে।

এদিকে এ নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্তমান প্রশাসন তড়িঘড়ি করে অনিয়মের মাধ্যমে নিজ দলীয় ৮৫ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে। এ সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিএনপি ও জামাতপন্থী সাদা প্যানেলের ভরাডুবি ক্যাম্পাসে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। অনেক বিএনপিপন্থী শিক্ষক অভিযোগ করেন নির্বাচনে উদারমনা ও প্রগতিশীল শিক্ষককে নিয়োগ না দেওয়ায় সাদা প্যানেলের এ ভরাডুবি হয়েছে। আবার অনেকে এ পরাজয়ের কারণ হিসেবে উপাচার্যসহ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে দায়ী করে। অপরদিকে আওয়ামীপন্থী হলুদ প্যানেল থেকে ডিন পদে নির্বাচিত প্রফেসর এ এইচ এম জেহাদুল করিম জানান আমরা শুরু থেকেই ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদ ও সাধারণ শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষা করেছি। যার ফলাফল এ বিজয়।

যারা যারা নির্বাচিত হলেন

শিক্ষক সমিতির সভাপতি : সায়েনউদ্দিন আহমেদ (হলুদ); সাধারণ সম্পাদক : মোঃ আব্দুল লতীফ (হলুদ); সহসভাপতি : ড. মোঃ আবদুল হাই তালুকদার (সাদা); ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আ.লীগ

● শেষের পাতার পর

কোষাধ্যক্ষ : শেখ মোঃ নূরুল্লাহ (হলুদ); যুগ্ম সম্পাদক : ডা. মোঃ আমজাদ হোসেন (সাদা); সদস্য : ড. এবিএম জহিরুল হক (হলুদ), শাহানা কায়েস (হলুদ), মোঃ আবদুর রশিদ সরকার (হলুদ), মোঃ তারেক নূর (হলুদ), ড. এম মর্তুজা খালেদ (হলুদ), এ কে এম সফিউল ইসলাম (হলুদ), ড. মোঃ মামুনুর রশীদ (হলুদ), ড. খোন্দকার সিরাজুল হক (হলুদ), ড. মোঃ আমানুল্লাহ (সাদা), ড. মোঃ আবুল বাসার (সাদা); ডিন পদে : ড. মোঃ আবু দাউদ হাসান (সাদা), ড. নূরুল আবছার (সাদা), ড. এন আই এম আবদুস সালাম (সাদা), ড. সৈয়দ রফিকুল ইসলাম রুমী (সাদা), এ এফ এম মহসীন (হলুদ), সনজীব কুমার সাহা (হলুদ), ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম (হলুদ); সিন্ডিকেট সদস্য : মোঃ সোহরাব আলী (হলুদ), ড. এ এইচ এম রহমত উল্লাহ ইমন (হলুদ), সৈয়দ মোঃ আলী রেজা অপু (হলুদ), জান্নাতুল ফেরদৌস (হলুদ), প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম (সাদা)।

বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকদের ভিসি অফিস ঘেরাও

এদিকে নির্বাচনে ৩৪টি পদের ২২টি পদে হেরে গিয়ে বিএনপি ও জামাত সমর্থিত প্রায় ২০০ শিক্ষক রাত পৌনে ৮টার দিকে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা সাদা প্যানেলের ভরাডুবীতে ভিসি প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকী ও প্রো-ভিসি প্রফেসর কে এম শাহাদত হোসেন মণ্ডলকে দায়ী করেন। এ সময়ে ভিসিকে সমর্থন ও বিপক্ষে গিয়ে শিক্ষকরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন এবং একে অপরের দিকে হাতাহাতির চেষ্টা চালান বলে জানা যায়। সংবাদ লেখার সময় রাত সোয়া ৮টা পর্যন্ত ভিসির বাসভবনের সামনে বিএনপি ও জামাত শিক্ষকদের বিক্ষোভ চলছিল।